গৃহঋণ বার্তা

বিএইচবিএফসি'র ত্রৈমাসিক বুলেটিন

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন

৩য় বর্ষ
১ম সংখ্যা

অক্টোবর-ডিসেম্বর
২০১৩ খ্রি.

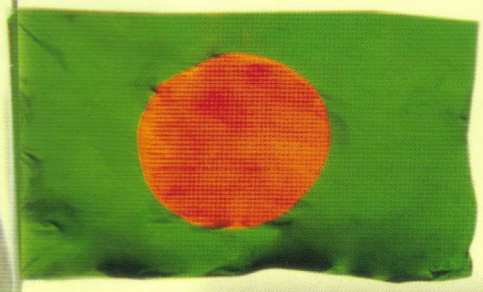

স্বাধীনতা তুমি
হৃদয়ে প্রশান্তির সুবাতাস
প্রদীপ্ত পদক্ষেপে সামনে
এগিয়ে যাওয়ার জোর।

স্বাধীনতা তুমি
চির সাধনার সোনালী ফসল
আশার আলোয় রাঙা
নতুন দিনের ভোর।

যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৬ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ৪৩-তম মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন যথাযোগ্য মর্যাদা ও কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে দিবসটি পালন করে। বিএইচবিএফসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার এদিন প্রত্যুষে প্রথমে ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে স্থাপিত জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করে স্বাধীনতার মহানায়কের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এরপর বেলা দশটার দিকে তিনি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণের মধ্যদিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। বিজয় দিবসের এ অনুষ্ঠানে কর্পোরেশনের দুই মহাব্যবস্থাপক– আফরোজা গুল নাহার ও কফিল উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরীসহ প্রতিষ্ঠানের সকলস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সদর দফতর, ঢাকা মহানগরীর পাঁচটি জোনাল অফিস এবং নারায়নগঞ্জ ও সাভারস্থ জোনাল অফিসসমূহের কয়েক শত কর্মকর্তা-কর্মচারীর স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণে বিএইচবিএফসি এ দিনটি উদ্‌যাপন করে। এ উপলক্ষ্যে পুরানাপল্টনস্থ কর্পোরেশনের সদর দফতর ভবন দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

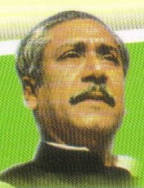

"যারা কাজ করে তাদেরই ভুল হতে পারে
যারা কাজ করে না তাদের ভুলও হয় না।"
-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

দক্ষ ব্যবস্থাপনায় সফলতা আসছে নিয়মিত:

ঋণ অব্যাহত রাখতে প্রয়োজন তহবিল সমস্যার সমাধান

দক্ষ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে বিএইচবিএফসি। এরফলে, বিগত আড়াই বছরে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক অর্জনের খতিয়ানে তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রা যুক্ত হয়েছে। দু'জন যোগ্য মহাব্যবস্থাপককে সাথে নিয়ে এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার কর্পোরেশনে সুদিন ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। এসময় তাঁরা প্রতিষ্ঠানটির সাংগঠনিক বুনিয়াদ শক্তিশালী করনে প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও বিধানাবলী প্রবর্তনে প্রশংসনীয় সফলতা অর্জন করেন। প্রতিষ্ঠানের সেবা-সার্বজনীনকরনে মাঠপর্যায়ে অফিস প্রতিষ্ঠা, জনবলসহ লজিষ্টিক সহায়তা-সংকটের সমাধান এবং প্রণোদনা কার্যক্রম প্রবর্তনের ফলে প্রতিষ্ঠানটির সেবা সহজলভ্য এবং দ্রুততর হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কর্মকান্ডে সুফল অর্জিত হচ্ছে।

কর্পোরেশনের বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিগত জুলাই ২০১১-এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বর্তমান দুই মহাব্যবস্থাপকও প্রায় একই সময়ে বিএইচবিএফসি-তে যোগদান করেন। যোগদানের পর থেকেই ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্পোরেশনের সদর দফতর এবং ঢাকাস্থ জোনাল অফিসসমূহের কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত মাসিক সভার আয়োজন করে যাচ্ছেন। তাঁর সময়কালে গৃহীত প্রায় সকল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নই ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিটি মাসিক সভায় পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন মনিটরিংসহ এসব কাজে সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। পাশাপাশি সমসাময়িক এবং ভবিষ্যতের করণীয় সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের গঠনমূলক নির্দেশনায় প্রতিষ্ঠানটিতে ব্যাপক কর্মচঞ্চলতা তৈরি হয়েছে।

গত আড়াই বছরে কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রমে সফলতা, নতুনত্ব, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা লক্ষ্যনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেবাকার্যক্রমের বিকেন্দ্রীকরণ ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম জোরদার হওয়ার ফলে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ বৃদ্ধিসহ আদায় এবং মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসময়কালে দেশের বহুল প্রচারিত প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যমসমূহে কর্পোরেশনের কর্ম-প্রচেষ্টা এবং সফলতার সংবাদ নিয়মিতভাবে প্রচারিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসায় কার্যক্রম ও সেবা সম্প্রসারণ, জাতীয় অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ এবং সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ব পালনে এ সময়টিতে সদা ব্যস্ত থাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সাবেক স্পিকার, সরকার দলীয় চীফ হুইপ, অর্থমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক সাবেক উপদেষ্টা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর-এর মতো জাতীয় পর্যায়ের ব্যক্তিত্বদের অংশগ্রহণে আড়ম্বরপূর্ণ বহু অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পেরেছে।

সাম্প্রতিক বছরসমূহে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনে নতুন কর্ম-উদ্দীপনার বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট উচ্চ-পর্যায় সম্যক অবগত আছেন। যোগ্য নেতৃত্বের ফলে প্রতিষ্ঠানটির ঘুরে দাঁড়ানোর নেপথ্য কারিগর বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্বপালনের মেয়াদও সম্প্রতি দু'বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা গৃহায়নের বন্দোবস্তকরনে রাষ্ট্রায়াত্ব এ প্রতিষ্ঠানটির প্রতি সরকারের মনোযোগীতার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের অবশ্যই সাধুবাদ প্রাপ্য।

প্রায় বাষট্টি বছরের পুরোনো ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, দক্ষ জনবল ও প্রাজ্ঞ পরিচালনা পর্ষদ এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্র-অর্পিত দায়িত্ব পালনে সর্বদা প্রস্তুত। বিশেষত: পরীক্ষিত নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠানটিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পুন:অর্পনের পর এই প্রস্তুতি নতুন উদ্দীপনারও জন্ম দিয়েছে। এ অবস্থায়, প্রতিষ্ঠানটির দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এবং কাঠামোগত সুবিধা কাজে লাগিয়ে একটি সুষ্ঠু আবাসন নীতিমালা কার্যকর করা সম্ভব। তবে, বিএইচবিএফসি'র ঋণ প্রবাহ পূর্ণোদ্যমে অব্যাহত রাখার জন্য এর তহবিল স্বল্পতা-সমস্যার সমাধান অতীব জরুরী।

চলতি অর্থবছরের ছয় মাসের সাফল্য

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে কর্পোরেশনের ঋণ বিতরণ ও আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছয় মাসে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল যথাক্রমে ২৫০ ও ২১০ কোটি টাকা। এসময়ে সরকারী বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণযোগ্য তহবিল সংগ্রহের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পরও তহবিল না পাওয়ায় শুধুমাত্র আদায়কৃত অর্থ হতে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হচ্ছে। এমতাবস্থায়, গত ছয় মাসে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণের পরিমাণ যথাক্রমে ২২২.২০ ও ২২৫.৯৭ কোটি টাকা। বছরের প্রথম ছয় মাসের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে ৮৮.৮৮ শতাংশ এবং বিতরণের ক্ষেত্রে ১০৭.৬০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বিতরণ ৯.৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চলতি অর্থবছর ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৫৩৮ কোটি টাকা। প্রথম ছয় মাসে তা ২৬৯ কোটি টাকা। জুলাই ২০১৩ মাস থেকে আদায় কার্যক্রমকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিগত আগষ্ট এবং নভেম্বর মাসে দুই দফায় বিশেষ আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এসময় সদর দফতরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ আদায় কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে মাঠ-অফিস ভ্রমণ করেন। তাঁরা খেলাপী (বিশেষত: শ্রেণীকৃত) ঋণের গ্রহীতাদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করে আদায়ে বিশেষ অবদান রাখেন। এরফলে, জুলাই হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসে আদায় হয়েছে ২০০.৪৫ কোটি টাকা। আদায়কৃত ঐপরিমাণ অর্থ ছয়মাসের লক্ষ্যমাত্রার ৭৪.৫২ শতাংশ। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী বছরের একই সময় অপেক্ষা আদায় সামান্য বেশি।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের অর্ধবার্ষিক (প্রভিশনাল) হিসাব সমাপ্তির কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। হিসাব সমাপ্তির পর কর্পোরেশনের স্থিতির পরিমাণ ২৯২৯.৮৪ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে, ছয় মাসে আয়, ব্যয় ও মুনাফার পরিমাণ যথাক্রমে ১২২.০৪, ৩৬.২৮ ও ৮৫.৭৬ কোটি টাকা। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসের মুনাফা অপেক্ষা এ সময়ে মুনাফা বৃদ্ধির পরিমাণ ১.৩৬ কোটি টাকা।

গত অর্থবছর ও চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে চারটি সূচকে উন্নতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ ঃ

(কোটি টাকায়)

সূচক	২০১২-২০১৩ (জুলাই-ডিসেম্বর)	২০১৩-২০১৪ (জুলাই-ডিসেম্বর) *	প্রবৃদ্ধির হার
ঋণ মঞ্জুরী	২৭৩.৭৭	২২২.২০	-১৮.৮৪%
ঋণ বিতরণ	২০৫.৮৩	২২৫.৯৭	৯.৭৮%
ঋণ আদায়	১৯৮.৫৮	২০০.৪৫	০.৯৪%
মুনাফা অর্জন	৮৫.৬৭	৮৫.৭৬	০.১১%

* প্রভিশনাল হিসাব অনুযায়ী

বিএইচবিএফসি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন আইডিয়া উদ্ভাবন কর্মশালা

সম্প্রতি বিএইচবিএফসি'র সদর দফতরস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জাতীয় পর্যায়ে মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন উন্নয়নে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচীর আওতায় 'মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন আইডিয়া ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এ কর্মশালার আয়োজন করে। গত ১৮, ১৯ ও ২৮ নভেম্বর এবং ১১ ও ১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিকাংশ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, বিশেষায়িত সরকারিও বেসরকারী সংস্থা, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, ব্যুরো, কর্তৃকপক্ষ, জেলা প্রশাসক ও রেজিষ্টারের কার্যালয় মনোনীত দুইশতাধিক ডোমোইন নলেজসম্পন্ন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব নজরুল ইসলাম খান (ডান দিক থেকে দ্বিতীয়) গত ১৮ নভেম্বর এ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার (বাঁ-থেকে দ্বিতীয়) এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব ও প্রকল্প-প্রধান ড. মোহাম্মদ আবুল হাসান (সর্ব ডানে)। তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান এমসিসি লি. এর প্রধান নির্বাহী আশ্রাফ আবিরও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়নে বর্তমান সরকারের সাফল্য মোটাদাগে উল্লেখ করার মতো। এ সময়ে দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে মোবাইল প্রযুক্তি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিভিন্ন প্রকার বিল পরিশোধ, ব্যাংকিং, স্বাস্থসেবা এবং সংবাদ ও তথ্যসেবা এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। ফলে, সেবাদানকারী সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবাকার্যক্রম এ প্রযুক্তির মাধ্যমে আরো সহজে গ্রাহকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য সরকারের তৎপরতা রয়েছে। এ লক্ষ্যে তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় মোবাইল এ্যাপ্স নির্মাণের এ প্রকল্প হাতে নেয়।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তারা আইডিয়া রিসোর্স পার্সন হিসেবে এতদসংক্রান্ত এ্যাপস্ নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাথমিক আইডিয়া প্রদান করেন। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে প্রাপ্ত আইডিয়া মূল্যায়ন, এ্যাপ্স নির্মাণ এবং পূর্ণাঙ্গ আইডিয়াসমূহ উম্মুক্ত একটি ওয়েবসাইটে 'আইডিয়া রিসোর্স' হিসেবে প্রকাশ করবে। প্রকল্পের আওতায় উপযুক্ত আইডিয়া নিয়ে একটি প্রকাশনাও তৈরি করা হবে।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরামের অনুষ্ঠানে কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক

গত ২২ নভেম্বর বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরাম 'আন্ত:জেলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৩' এর পুরস্কার বিতরনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। টাংগাইল জেলা শিল্পকলা একাডেমী উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ঐ অনুষ্ঠানে বিএইচবিএফসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন টাঙ্গাইল জেলার জেলা প্রশাসক আনিসুর রহমান মিয়া। উল্লেখ্য, ড. তালুকদার উক্ত সাংস্কৃতিক ফোরামের সম্মানিত উপদেষ্টা মন্ডলীর একজন সদস্য।

বিএইচবিএফসি এমডি'র কর্মকাল দু'বছর বৃদ্ধি

সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন (বিএইচবিএফসি) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদারের কর্মকাল দু'বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে, ১ জানুয়ারি ২০১৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রি. পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করবেন। গত ২৪ অক্টোবর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত আদেশ জারী করা হয়। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল।

২০১১ সালের ১৩ জুলাই বিএইচবিএফসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার। ঐদিন থেকেই তিনি প্রতিষ্ঠানটির সামগ্রিক উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে সময়োপযোগী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি দেশের অন্যতম পুরোনো প্রতিষ্ঠান বিএইচবিএফসি'র কাঙ্খিত অগ্রগতির পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠানটির সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করে এর অগ্রগতির লক্ষ্যে সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেন। কর্পোরেশনের ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি আদায় কর্মকান্ডে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। দেশের ৬৪টি জেলায় অন্তত: একটি করে অফিস স্থাপনসহ প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত গৃহ ঋণ পৌঁছে দিতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর নিজ জেলা গোপালগঞ্জে বন্ধ করে দেওয়া অফিস পুন:স্থাপনসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি জেলা ও উপজেলায় নতুন অফিস স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠানের ঋণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন গৃহায়ণ তহবিল, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং জাতীয় বাজেট থেকে তহবিল সংগ্রহের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠানটিকে তহবিলের জন্য সরকারের উপর থেকে নির্ভরশীলতা কাটিয়ে স্বাবলম্বী করতে বিএইচবিএফসি-কে একটি বিশেষায়িত ব্যাংকে রূপান্তরের উদ্যোগ নেন। কর্পোরেশনের মাত্র ১১০ কোটি টাকার পরিশোধিত মূলধন বাড়িয়ে এক হাজার কোটি (প্রথম পর্যায়ে পরিশোধিত মূলধন ৬৫০ কোটি) টাকায় উন্নীত করনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বিশ্ব ব্যাংক থেকেও প্রকল্প ঋণ-সহায়তা প্রাপ্তির জোর প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন।

দেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় চলতি অর্থবছরে সরকার এখনও বিএইচবিএফসি-কে কোন তহবিল সরবরাহ করতে সক্ষম হয়নি। তারপরও কর্পোরেশন তার সেবার মান ঠিক রেখে ঋণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আশা করা যায়, জানুয়ারি-২০১৪-তে সরকারের নিকট থেকে অর্থ-সহায়তা পাওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে, দেশের সকল এলাকায় সুষম ঋণ প্রবাহ তরান্বিত করার সম্ভব হবে। বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ গ্রামীণ আবাসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে দেশে পল্লী উন্নয়নে একটি মাইলফলক প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী।

বিদায় সংবর্ধনা

গত ৩১ ডিসেম্বর কর্পোরেশনের বিভিন্ন পর্যায়ের মোট আট জন কর্মকর্তা-কর্মচারী তাঁদের দীর্ঘদিনের চাকুরি শেষে এ প্রতিষ্ঠান থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

এ উপলক্ষ্যে বিদায়ী এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রত্যককে তাদের স্ব-স্ব দফতর আনুষ্ঠানিক বিদায় সংবর্ধনার মধ্যদিয়ে সম্মান জানায়। সংশ্লিষ্ট বিভাগ/অফিস প্রধানগণসহ বিদায়ীদের সহকর্মীরা তাঁদের কর্মকালের উপর স্মৃতিচারণের মাধ্যমে অবসরগামীদের প্রতি অনুরাগ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের পি.এস (প্রিন্সিপাল অফিসার) জনাব মো. হাবিবুর রহমানের বিদায় উপলক্ষ্যে ৩১ ডিসেম্বর এক বিদায় সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মো. ইয়াছিন আলী এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার উপস্থিত ছিলেন। কর্পোরেশনের দুই মহাব্যবস্থাপক, উপ-মহাব্যবস্থাপকসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দও এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে কর্পোরেশনের বিদায়ী সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সু-স্বাস্থ্যময় সুদীর্ঘ অবসর জীবন কামনা করা হয়।

বিভিন্ন অফিস থেকে অবসরগামী কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

নাম ও পদবী	সর্বশেষ কর্মস্থল
জনাব মো. আব্দুর রাজ্জাক প্রিন্সিপাল অফিসার	**জোনাল অফিস** জোন-১, ঢাকা
জনাব মো. আব্দুল হাই পাটোয়ারী প্রিন্সিপাল অফিসার	জোনাল অফিস জোন-৩, ঢাকা
জনাব মো. আলতাফ হোসেন শেখ সিনিয়র অফিসার	জোনাল অফিস জোন-৯, খুলনা
জনাব মো. বেলায়েত হোসেন সিনিয়র অফিসার	জোনাল অফিস জোন-৫, ঢাকা
জনাব পরিতোষ চন্দ্র হালদার অফিসার	জোনাল অফিস জোন-৯, খুলনা
জনাব মো. বারেকুল ইসলাম ফকির গাড়ী চালক	সংস্থাপন ও সাধারণ সেবা বিভাগ সদর দফতর, ঢাকা
জনাব মো. রফিকুল ইসলাম পিয়ন	জোনাল অফিস জোন-৩, ঢাকা

গ্রামীণ আবাসন কর্মসূচী বাস্তবায়নে বিএইচবিএফসি'র প্রয়োজন পর্যাপ্ত তহবিল

বিগত ষাট বছরেরও অধিককাল ধরে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন আবাসন খাতে সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে আসছে। স্বাধীনতার পর এখাতে দেশের একমাত্র বিশেষায়িত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে কর্পোরেশনের দায়-দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। স্বাধীনতার পর ১১০ কোটি টাকার অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন নিয়ে কর্পোরেশনের নতুন যাত্রা শুরু হলেও কর্পোরেশনের মূলধনের ভিত্তি এখনও কাম্য শক্তি অর্জন করতে পারেনি।

আবাসন খাতে দেশের সকল এলাকায় সুষম ঋণ প্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য পর্যাপ্ত তহবিল কর্পোরেশনের নেই। ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষাপটে কর্পোরেশনের তহবিলের যোগান ও উৎস অত্যন্ত সীমিত। পক্ষান্তরে, আবাসন খাতে রাষ্ট্রীয় নীতি ও অংগীকারের সাথে সংগতি রেখে গ্রামীণ এলাকায় কর্পোরেশনের ঋণ কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণের তাগিদ ও সুযোগ রয়েছে। এ তাগিদ অনুযায়ী জন-চাহিদা পূরণ এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে প্রয়োজন নতুন তহবিলের যোগান এবং স্থিতিশীল উৎস।

বিএইচবিএফসি'র অনুকূলে অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের দীর্ঘকালীন স্থিতাবস্থার বিপরীতে প্রতিনিয়ত বেড়ে চলা ঋণের চাহিদার প্রেক্ষাপটে সরকারের গ্যারান্টিযুক্ত ডিবেঞ্চার বিক্রয় করেই কর্পোরেশন অতীতে তহবিল সংগ্রহ করেছে। স্বাধীনতার পর হতে এ যাবৎ সর্বমোট ১,৮৭২.৫০ কোটি টাকার ডিবেঞ্চার বিক্রয় করা হয়েছে—যার সিংহভাগই ক্রয় করেছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। বিভিন্ন সরকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানও ডিবেঞ্চার ক্রয় করেছিল। কিন্তু ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থবছরে মাত্র ৫০ কোটি টাকার ডিবেঞ্চার বিক্রয় করা সম্ভব হয়। পরবর্তীকালে অনেক চেষ্টা করেও কোন ডিবেঞ্চার বিক্রয় করা যায়নি। ডিবেঞ্চারের মেয়াদ ও সুদের হার ক্রেতাদের চাহিদানুকূল না হওয়ায় তা বিক্রয়ে সাফল্য আসছে না। এ অচলাবস্থা কর্পোরেশনের কার্যক্রমকে প্রতিকূলতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

তহবিলের এ অপ্রতুলতার মধ্যেও বর্তমান সরকারের সদিচ্ছা ও আগ্রহের ফলে কর্পোরেশন বিগত চার বছরে রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে সহজ শর্তে ২৭২.৫০ কোটি টাকা ঋণ পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান ও দীর্ঘ-মেয়াদী চাহিদার আলোকে সাময়িক এই ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হলেও মন্ত্রাণালয়ের দিক-নির্দেশনা ও কর্পোরেশনের বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক চেষ্টায় সার্বিক ঋণ কার্যক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। বড় বড় শহরকেন্দ্রীক ঋণদান প্রবণতার বাইরে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কর্পোরেশন গ্রামীণ এলাকায় ঋণ মঞ্জুরীতে বিশেষ দৃষ্টি দেয়।

> ***আবাসন খাতে রাষ্ট্রীয় নীতি ও অংগীকারের সাথে সংগতি রেখে গ্রামীণ এলাকায় কর্পোরেশনের ঋণ কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণের তাগিদ ও সুযোগ রয়েছে। এ তাগিদ অনুযায়ী জন-চাহিদা পূরণ এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে প্রয়োজন নতুন তহবিলের যোগান এবং স্থিতিশীল উৎস।***

গ্রামীণ এলাকায় ঋণ কার্যক্রম তৎপরতা বৃদ্ধির ফলে ২০০৮-২০০৯ থেকে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত বিগত ৫ বছরে, বিশেষ করে সর্বশেষ দু'বছরে, গ্রামীণ এলাকায় প্রদত্ত ঋণের সর্বমোট সংখ্যা ও মঞ্জুরীকৃত টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩৩৬২-টি ও ৬৫৪.৯৩ কোটি টাকায়। পক্ষান্তরে, তৎপূর্ববর্তী ৫ বছরে (২০০৩-২০০৪ হতে ২০০৭-২০০৮ পর্যন্ত) সর্বমোট সংখ্যা ও পরিমান ছিল যথাক্রমে মাত্র ৮৪২টি ও ১০০.৮৩ কোটি টাকা। চলতি ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় প্রদত্ত ঋণের সংখ্যা ও পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩৯১-টি ও ৯২.৯০ কোটি টাকা -যা একই সময়ে বিতরণকৃত মোট ঋণের ৪২ শতাংশ। কিন্তু তহবিল স্বল্পতার নিরসন না হলে এ গতিময়তা বজায় রাখা সম্ভব হবে না।

৩০ জুন ২০১৩ তারিখে কর্পোরেশনের আউট স্ট্যান্ডিং ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র ২৮১৪.০০ কোটি টাকা; যা থেকে বার্ষিক আদায়যোগ্য ৫৩৮.২২ টাকা। মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি বাস্তব সমস্যার কারণে আদায়যোগ্য এ টাকার ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ পর্যন্ত আদায় করা সম্ভব হতে পারে। আদায়কৃত টাকা থেকে প্রাতিষ্ঠানিক খরচ, ডেট-সার্ভিসিং ইত্যাদি মেটানোর পর মোট ঋণ চাহিদার এক-চতুর্থাংশের বেশী যোগান দেয়া যায় না।

এ প্রেক্ষাপটে ঋণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়, মেটাতে হলে কর্পোরেশনের তহবিল যোগানের বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এলক্ষ্যে তহবিল প্রাপ্তির উৎস বহুমুখী করা আবশ্যক। অতীতে কর্পোরেশনের তহবিলের উৎস বহুমুখী করার (যেমন ঃ কর্পোরেশনকে ব্যাংকে রূপান্তর কিংবা আমানত সংগ্রহের অনুমোদন প্রদান, পুঁজি বাজার থেকে তহবিল সংগ্রহ, রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে নিয়মিত থোক বরাদ্দ প্রদান, গৃহায়ণ খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে রি-ফাইন্যান্সিং প্রোগ্রাম চালু করা, বৈদেশিক তহবিল সংগ্রহ করা—ইত্যাদি) বিষয়ে সময় সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা ও প্রস্তাব পেশ করা হয়। কিন্তু এখনও কোন সুফল পাওয়া যায় নাই। এ প্রেক্ষাপটে সরকারী বাজেট থেকে নিয়মিতভাবে তহবিল সরবরাহ করার পাশাপাশি সীমিত আকারে ব্যাংকিং/আমানত গ্রহণের সুযোগ প্রদানের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনার অবকাশ রয়েছে। ■

গৃহ-দুর্গত মানুষের জন্যও প্রয়োজন নিরাপদ আবাসন

১৬ ডিসেম্বর : বাঙালির পরম পাওয়ার দিন

– মো. বদিউজ্জামান

স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল ১৭৫৭ সালে; বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলার পতনের মধ্যদিয়ে। এ উপমহাদেশের রজনীতিতে জাতীয় ঐক্যের বন্ধন এরপর ক্রমশ: ধর্মীয় বিবেধের কারণে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এ বিভক্তির কারণে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও স্বাধীনতার সংগ্রামও ছিল দ্বিধাবিভক্ত। ফলে, পরাধীনতার অন্ধকার প্রলম্বিত হয়।

১৭৫৭ সালের আগস্ট মাসের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে ব্রিটিশ শাসন ছিল 'মন্দের ভালো' স্বরূপ; মুসলিম শাসনের স্থলে ব্রিটিশ শাসন। পক্ষান্তরে, প্রায় দু'শ বছর সময়কালে মুসলমানরা ক্ষমতা হারানোর অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হয়ে বিচ্ছিন্ন আন্দোলন সংগঠন এবং ইউরোপিয়ান আধুনিক শিক্ষা বর্জনের মধ্যদিয়ে ক্রমশ: দুর্বল প্রতিপক্ষে পরিণত হয়। অপরদিকে, উপ-মহাদেশের সংখ্যাগরিষ্টরা এসময় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে প্রকারান্তরে এককভাবে ব্রিটিশ-বধ-এর জন্য উপযুক্ত শক্তি অর্জন করতে থাকে।

ভারতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠদের কৌশল বুঝতে ব্রিটিশদের অনেক বেশি দেরী হয়েগিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতীয় কংগ্রেসের দাবী-দাওয়ার পেছনে তখন প্রবল শক্তির সমাবেশ ঘটে গেছে। এসময় ব্রিটিশরা এতদিনের বন্ধুদের ছেড়ে মুসলমানদের তোষণ নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে সফলকাম হয়নি। তারা ১৯০৫ সালে মুসলিম স্বার্থপ্রতীম বঙ্গবিভাগ করেও অবিলম্বে তা রদ করতে বাধ্য হয়। 'বঙ্গ-মাতার অঙ্গচ্ছেদ'-এর ধুয়া তুলে বঙ্গ-বিভাগ বিরোধী হিংসাত্মক আন্দোলন এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দু'টি প্রধান ধর্মীয় জাতিগোষ্ঠীর সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এসময় মুসলমানরাও নিজ স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্য মুসলিম লীগের ব্যানারে চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে ভারতের স্বায়ত্বশাসনকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করে।

উদ্ভূত সাম্প্রদায়িক রাজনীতি শেষ পরিনতিতে হিন্দুস্থান ও অভিন্ন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। ১৯৪৭-এ মুসলিম সাম্প্রদায়িক উম্মাদনায় পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিমাংশের হাজার মাইলের ব্যবধানেও অসম্ভব এ যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পথে বাধা হতে পারেনি। এর মধ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ছিল ভিন্ন দুই অস্তিত্বের জোড়া-লাগানো বিকলাঙ্গ জমজ শিশুর মতো। বিকলাঙ্গ এই শিশুদের জোড় ছাড়াতে প্রায় দুই যুগ সময় এবং এক সাগর রক্তের দাম দিতে হয়েছিল। দুই লক্ষ নারীকে সম্ভ্রম হারাতে হয়েছে, দেশের অর্থনীতির অপরিমেয় ক্ষতি সংগঠিত হয়েছে। বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষের মতো মানবিক বিপর্যয় মোকাবেলা করতে হয়েছে।

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য আরাধনা বর্তমান বিশ্বে খুব বেশি অবশিষ্ট নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতাপরবর্তী প্রজন্মসমূহের জন্য তাই এ সংগ্রাম ও আরাধনার জন্য ত্যাগ ও কষ্ট ভোগের বর্ণনা দেয়ার জন্য যথার্থ ভাষা খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ আরাধনার একটি দৃষ্টান্ত হতে পারে ফিলিস্তিনীদের চলমান মুক্তির সংগ্রাম। তবে, ফিলিস্তিনী স্বাধীনতার সংগ্রামকে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবজনিত নিয়মিত বৃষ্টি-বাদল ধরা হলে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এর বিপরীতে আইলা বা সিডরের চেয়েও প্রলয়ঙ্করী কোনও ঝড়ের সাথে তুলনীয়। পৃথিবীর স্মরণকালের ইতিহাসে এমন বর্বর ও নারকীয় হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের দৃষ্টান্ত আর নেই।

প্রায় দু'শ বছর ধরে অত্যাচারিত-নিগৃহীত বাঙালির জীবনে ভারত ও পাকিস্তানের মতো রক্তপাতহীন স্বাধীনতার সূর্যোদয় ঘটেনি। পলাশীর প্রান্তরে বিশ্বাসঘাতক-সৃষ্ট 'কারবালা', নীল বিদ্রোহ, সিপাহী বিপ্লব, তিতুমীরের আন্দোলন এবং অসংখ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—এসবই স্বাধীনতার জন্য বাঙালির রক্ত বিসর্জনের খন্ড খন্ড ট্রাজেডি গাঁথা; যেন চূড়ান্ত পর্বের প্রস্তুতিমাত্র।

শত শত বছর আগে স্বাধীনতা হারানো বাঙালি নতুন উপনিবেশবাদের (পাকিস্তানী শাসন) হাতে তাদের প্রাণ-প্রিয় মাতৃভাষাকে হারাতে বসেছিল। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া বাঙালি তখন নিজের অস্তিত্ব বাঁচাতে প্রবল বিক্রমে ফুঁসে ওঠে। বাঙালির সর্বস্ব হরণ করার পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্রের দুরভীসন্ধি উপলব্ধির পাশাপাশি এ অঞ্চলের মানুষ ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে নতুন চেতনায় জেগে ওঠে। ঊনসত্তর এবং সত্তরে তারা গণঅভ্যুত্থান এবং গণরায়ের মধ্যদিয়ে চেতনাগত দিক থেকে পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়।

১৯৭০ সালের সাধারন নির্বাচনে ৯৮ শতাংশ মানুষ আক্ষরিক অর্থেই আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের পক্ষে রায় দেয়। বাস্তবে এ রায় স্বায়ত্বশাসন নয় বরং পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার পক্ষেই হয়েছিল। এ সময় পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে নতুন রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে-বিপক্ষে গণভোটের আয়োজন করা গেলে ঐ একই রায় পাওয়া যেত।

পূর্ব-পাকিস্তানের গণরায়ে পশ্চিমাদের ক্ষমতার মসনদ কেঁপে উঠেছিল। বাঙালির রায়ের প্রকৃত অর্থও অনুধাবন করতে পেরেছিল তারা। কার্যত: ভেঙ্গে পড়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুই ভূ-খন্ডকে আর একসূত্রে গেঁথে রাখা সম্ভব নয়—এটা বুঝতে পেরেই তাঁরা সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পথে হাঁটলেন না। তাঁরা সর্বাত্মক যুদ্ধ, গণহত্যা ও সৌর্য-সম্পদ হানির মাধ্যমে এ অঞ্চলটিকে একটি করদ-রাজ্যে পরিণত করনের শেষ চেষ্টাটাই করেছিল।

পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানী প্রেতাত্মা ২৩৭ দিনের (২৫ মার্চ-১৬ ডিসেম্বর) মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করেছিল। এ যন্ত্রণায় কাতর প্রেতাত্মা প্রতিদিন গড়ে ১২,৬৫৮ জন বাঙালির জীবন-প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছিল। পরম আরাধ্য স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের জন্য ২৩৭ দিনে প্রাণহানির মোট সংখ্যা ৩০ লক্ষ, যা এ জনপদের মোট জনসংখ্যার ৪.৫শতাংশ। শহর-বন্দর ছাড়িয়ে ৬৮ হাজার গ্রামের প্রায় প্রতিটিতেই চরম আক্রোশে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে অসংখ্য ঘর-দোর। সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তুপে পরিণত করা হয়েছিল ৫৫ হাজার বর্গমাইলের প্রিয়তম মাতৃভূমিকে।

অবশেষে, সব অবস্থারই শেষ পরিণতি থাকে। অনেক রক্তপাত ও প্রাণহানি, অবর্ণনীয় দুর্দশা এবং কান্নার শেষে দু'শ দশ বছরেরও বেশি সময় পর বাঙালি তার সাধনার ধন স্বাধীনতা অর্জন করে। আর চূড়ান্ত অর্জনের মাহেন্দ্র সেই দিনটি ১৬ ডিসেম্বর : বাঙালির পরম পাওয়ার দিন। ■

মহানগরী ঢাকা :
কর্পোরেশনের ঋণ সহায়তায় নির্মিত ইউনিট সংখ্যা লক্ষাধিক

১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে গৃহনির্মাণে ঋণ সহায়তা দিয়ে চলেছে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন। ঋণ কার্যক্রমের প্রথম অর্থবছরে মোট ৯৯টি ঋণ হিসাবের অনুকূলে ২৩.০৬ লক্ষ টাকার ঋণ মঞ্জুরীর মধ্যদিয়ে এর যাত্রা শুরু। এ বছর বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল মাত্র ৯.৮৬ লক্ষ টাকা। এভাবে শুরুর পর থেকে ১৯৭০-১৯৭১ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি মোট ১০,৫৮৯টি ঋণ হিসাবের অনুকূলে সর্বমোট ২৪.০৩ কোটি টাকা মঞ্জুর ও ২২.৪৫ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করে। উল্লেখ্য, ষাটের দশকের প্রথম দিক থেকেই কর্পোরেশনের সদর দফতর ছিল ঢাকায় এবং মঞ্জুরী ও বিতরণকৃত ঋণের সিংহভাগই ছিল এ শহরটির মানুষের গৃহায়ণের জন্য।

মহান মুক্তিযুদ্ধ, বিধ্বস্ত অর্থনীতি এবং প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় ১৯৭১-১৯৭২ ও ১৯৭২-১৯৭৩ অর্থবছরে কোনও ঋণ মঞ্জুর করা হয়নি। ১৯৭৩ সালে পুনর্গঠিত হওয়ার পর ১৯৭৩-১৯৭৪ থেকে ১৯৮৩-১৯৮৪ অর্থবছর পর্যন্ত এগার বছরে কর্পোরেশন ঢাকায় ১২,৪৯৪ টি ঋণ হিসাবের বিপরীতে সর্বমোট ৪০৭.৪৬ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর করে। এ সময় ঢাকা শহরে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ৩০৮.২৭ কোটি টাকা যা সারাদেশে বিতরণকৃত ঋণের ৬২.৬২ শতাংশ।

২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিএইচবিএফসি সর্বমোট ১,৮৮,১৭৭টি গৃহ ইউনিট নির্মাণে ৪,৭৬২.৮৯ কোটি টাকা ঋণ দেয়। কর্পোরেশন ইতোমধ্যে রাজধানী ঢাকা শহরে এক লক্ষেরও অধিক গৃহ ইউনিট নির্মাণে ঋণ সহায়তা দিয়েছে। সে হিসাবে প্রতি ইউনিটে গড়ে পাঁচজন মানুষের আবাসনের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা মহানগরীতে অন্তত: পাঁচ লক্ষ লোকের জন্য মানসম্মত গৃহায়ণের সংস্থান করতে গৌরবময় ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে, বিশেষকরে ২০১১-২০১২ অর্থবছর থেকে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রো. এলাকার বাহিরে অধিক হারে ঋণ বিতরণে মনোযোগ দেয়া হয়েছে। এর ফলে গত ৩১ ডিসেম্বর তারিখে হিসাব অনুযায়ী ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রো. এলাকা ও এর বাহিরে বিতরণকৃত ঋণের অনুপাত বর্তমানে প্রায় সমান সমান। পল্লী অঞ্চলে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি করা হলেও মহানগরী ঢাকায় গৃহঋণের চাহিদা সংক্রান্ত বাস্তবতা উপেক্ষা করার অবকাশ নাই। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় দশ শতাংশ মানুষের এ নগরীতে আনুপাতিক হারে হলেও ক্রমশ: বর্ধিত অংকের ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বাস্তবতা মাথায় রেখে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ এ মহানগরীকে ৫টি পৃথক ঋণ বিতরণ এলাকায় বিভক্ত করে ৫টি জোনাল কার্যালয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া, ঢাকা সংলগ্ন নারায়ণগঞ্জ জেলা এবং সাভার উপজেলায়ও কর্পোরেশনের পৃথক দু'টি অফিস ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য, মাত্র বছর কয়েক আগে কর্পোরেশনের ঢাকাস্থ সবগুলি অফিস সদর দপ্তর ভবনে কেন্দ্রীভূত ছিল। আধুনিক বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা এবং সেবা সহজলভ্যকরণে সরকারের নীতির সাথে সংগতি রেখে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় অফিস বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। এরফলে, কর্পোরেশনের সার্বিক ব্যবসায়িক ও সেবাকার্যক্রমে সফলতা অর্জিত হচ্ছে।

> ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রো. এলাকা ও এর বাহিরে বিতরণকৃত ঋণের অনুপাত বর্তমানে প্রায় সমান সমান

আবাসগৃহ নির্মাণে জমিসহ নির্মাণ সামগ্রীর উচ্চ মূল্যের কারণে দেশের সার্বিক গৃহায়ণ কার্যক্রম ক্রমশ: কঠিন হয়ে পড়ছে। ঢাকা মহানগরীতে এ সমস্যা সর্বাপেক্ষা তীব্রতর। এক্ষেত্রে ভূমি-সাশ্রয়ী উর্ধ্বমুখী ইমারত নির্মাণ একটি লাগসই ও জনপ্রিয় ধারণা। বিএইচবিএফসি নিজের অবস্থান থেকে চাষযোগ্য ভূমি রক্ষার প্রশ্নে উর্ধ্বমুখী আবাসন নির্মাণে গ্রুপ-ঋণ প্রকল্পে অর্থায়ণ করে ঢাকা শহরকে একটি পরিকল্পিত নগরীতে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ■

শোক সংবাদ

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের আদায় বিভাগের হেল্‌প্‌-ডেস্ক এর অফিসার মো. মোকাদ্দেছ আলী বিগত ২৪.১১.২০১৩ খ্রি. তারিখ, রোজ রবিবার সকাল ৯.০০ টায় ঢাকার মুগদাস্থ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ লিভার সিরোসিস রোগে ভুগছিলেন। জনাব মোকাদ্দেছ ১৯৬৬ সালে টাংগাইল জেলার বাশাইল উপজেলার আইসড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিগত ১৯.০২.১৯৯১ খ্রি. তারিখে কর্পোরেশনের চাকুরীতে যোগদান করেন। কর্মজীবনে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল। মৃত্যুকালে মো. মোকাদ্দেছ আলীর বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্খী রেখে গেছেন। কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষ থেকে জনাব মোকাদ্দেছ আলীর অকাল মৃত্যুতে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনাসহ তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা যাচ্ছে।

With the best Compliments of

Bangladesh House Building Finance Corporation

Calender -2014

January

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

February

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

March

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

April

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

May

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

June

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

July

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

August

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

September

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

October

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

November

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
30						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

December

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : ড. মো. নূরুল আলম তালুকদার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ : আফরোজা গুল নাহার, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
কফিল উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী, মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন)

সম্পাদক মন্ডলী : এ. কে. এম মান্নান ভুঞা, উপ-মহাব্যবস্থাপক (পিএইচআরডি)
আবু বকর সিদ্দিক খান, প্রিন্সিপাল অফিসার, মো. বদিউজ্জামান, প্রিন্সিপাল অফিসার

প্রকাশনা : পরিকল্পনা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন
২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, E-mail : bhbfc@bangla.net, Web : www.bhbfc.gov.bd